



## 3476 - ঝাড়ফুকুরে ফযলিত ও ঝাড়ফুকুর কুরার দয়োসমূহ

### প্রশ্ন

কোন ব্যক্তি নজিে নজিকে ঝাড়ফুকুর কুরার ফযলিত কী? এ সংক্রান্ত দললিগুলো ককি? নজিে নজিকে ঝাড়ফুকুর কুরার সময় কী বলবে?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

১। কোন ব্যক্তি নজিে নজিকে ঝাড়ফুকুর করতে কোন বাধা নেই। যহেতে সটো করা তার জন্য মুবাহ (বধে); বরং উত্তম সুননত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নজিে নজিকে ঝাড়ফুকুর করছেন এবং তিনি তাঁর কোন কোন সাহাবীকও ঝাড়ফুকুর করছেন।

আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণতি আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন অসুস্থতা অনুভব করতনে তখন তিনি নজিেরে উপর মুআওয়যিাত (আশ্রয়ণীয় সূরাগুলো) পড়ে ফুঁ দতিনে। যখন তাঁর ব্যথা তীব্র হল তখন আমপিড়ে তাঁকে ফুঁ দতাম এবং তাঁর হাত দয়িে মাসহে করতাম; তাঁর হাতরে বরকতরে আশায়। [সহহি বুখারী (৪৭২৮) ও সহহি মুসলমি (২১৯২)]

পক্ষান্তরে, সহহি মুসলমি (২২০)-এ উদ্ধৃত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এই উম্মতরে সত্তর হাজার লোক যারা বনি-হসাবে ও বনি-শাস্ততিে জান্নাতে প্রবশে করবে তাদরে বশেষটিয় সম্পর্কে বলেন: "তারা ঝাড়ফুকুর করে না, ঝাড়ফুকুরে জন্য অন্যরে দ্বারস্থ হয় না, কুলক্ষণে বশ্বাস করে না; বরং তারা তাদরে রব্বরে উপর তাওয়াক্কুল করে"।

"তারা ঝাড়ফুকুর করে না": এ কথাটি বর্ণনাকারীর প্রমাদ; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন কথা বলেননি। তাই ইমাম বুখারী (৫৪২০) এ হাদসিটি বর্ণনা করছেন; কনিতু এ অংশটি উল্লেখ করেননি।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমযিয়া (রহঃ) বলেন:

"তিনি এ লোকদরে এ জন্য প্রশংসা করছেন যে, "ঝাড়ফুকুরে জন্য অন্যরে দ্বারস্থ হয় না" অর্থাৎ অন্যকে বলে না যে, আমাকে ঝাড়ফুকুর করুন। ঝাড়ফুকুর দয়ো শ্রণীর আমল। তাই তারা কারো কাছে এটি তলব করে না। এ হাদসিে "তারা ঝাড়ফুকুর করে না" এমন কথাও বর্ণতি আছে। কনিতু সটো ভুল। যহেতে নজিরো নজিদেেরকে ঝাড়ফুকুর করা কথিবা অন্যদরেকে ঝাড়ফুকুর করে দেওয়া নকে আমল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নজিে নজিকে ঝাড়ফুকুর করতনে এবং অন্যকও ঝাড়ফুকুর



করতনে; কনিতু তিনি ঝাড়ফুক করার জন্য কাউকে অনুরোধ করতনে না। নজিে নজিকে ঝাড়ফুক করা ও অন্যকে ঝাড়ফুক করা নজিেরে জন্য ও অন্যরে জন্য দোয়া করার অন্তর্ভুক্ত। তাই এটি আদর্শিট বসিয়। কনেনা সকল নবী আল্লাহর কাছে দোয়া করছেন, তাঁকে ডেকেছেন; যমেনটি আল্লাহতাআলা আদম (আঃ), ইব্রাহিম (আঃ), মুসা (আঃ) ও অন্যান্য নবীদরে ঘটনায় উল্লেখ করছেন।"[মাজমুউল ফাতাওয়া (১/১৮২)]

ইবনুল কাইয়যমে (রহঃ) বলেন:

"এ কথাটি হাদিসেরে মধ্যে অনুপ্রবর্ষিট। এটি কোন এক বর্ণনাকারীর ভুল।"[হাদলি আরওয়াহ (১/৮৯)]

ঝাড়ফুক এমন মহতৌষধ একজন মুমনিরে যা নয়িমতি গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

২। একজন মুসলমি নজিকে ও অন্যকে ঝাড়ফুক করার সময় শরয়িত অনুমোদতি যে দোয়াগুলো পড়তে পারনে সেগুলো অনকে। সে দোয়াগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম দোয়া ও আশ্রয়ণীয় হচ্ছে— সূরা ফাতহি।

- আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণতি তিনি বলেন: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে একদল সাহাবী এক সফরে বরে হন। এক পর্যায়ে তারা এক বদুঈন মহল্লায় যাত্রা বরিত্তি করলনে এবং মহল্লার লোকদেরে কাছে মহেমানদাররি আবদার করলনে। তারা মহেমানদাররি করতে অস্বীকৃতি জানাল। ইতোমধ্যে মহল্লার সর্দারকে কোন কিছু কামড় দলি। তাকে সুস্থ করার জন্য তারা সব ধরণেরে চেষ্টা চালাল; কনিতু কোন কাজ হল না। অবশেষে তাদরে একজন বলল: এখানে যারা যাত্রা বরিত্তি করছে আমরা তাদরে কাছে যাই, হতে পারে তাদরে কারো কাছে কোন কিছু থাকতে পারে। প্রস্তাবমত তারা এসে বলল: ওহে কাফলো! আমাদের সর্দারকে কিছু একটা কামড় দয়িছে। আমরা সব চেষ্টা করছি; কাজে আসনে। তোমাদেরে কারো কাছে কি কিছু আছে? সাহাবীদেরে একজন বললনে: আল্লাহর শপথ! হ্যাঁ। আমি ঝাড়ফুক করি। তবে আমরা তোমাদেরে কাছে মহেমানদাররি আবদার করছি, কনিতু তোমরা আমাদেরে মহেমানদাররি করনি। আল্লাহর কসম! আমি ঝাড়ফুক করব না; যদি না তোমরা আমাদেরে জন্য কোন সম্মানি নিরিধারণ না কর। অবশেষে একপাল মসে দেওয়ার ভিত্তিতে উভয় পক্ষ একমত হল। সেই সাহাবী গয়ি **الحمد لله رب العالمين** (তথা সূরা ফাতহি) পড়ে তার গয়ে থুথুসমতে ফুঁ দতিে লাগলনে। এক পর্যায়ে সর্দার লোকটি যনে বন্ধন থেকে মুক্ত হল, সে উঠে হাঁটা শুরু করল, যনে তার কোন রোগে নাই। বর্ণনাকারী বলেন: মহল্লাবাসী যে সম্মানি দেওয়ার চুক্তি করছিলি সেটো তাদরেরে প্রদান করল। তখন এক সাহাবী বললনে: বণ্টন করে ফলে। কনিতু ঝাড়ফুককারী সাহাবী বললনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে কাছে গয়িে যা ঘটছে সেটো বর্ণনা করার আগে বণ্টন করবে না। আমরা দখে, তিনি আমাদেরে কী নিরিদশে দনে। তারা রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে কাছে আসার পর তাঁকে ঘটনাটি জানাল। তখন তিনি বললনে: কীসে তোমাকে জানাল যে, এটি (সূরা ফাতহি) ঝাড়ফুকরে উপকরণ (রুকয়ি)। এরপর বললনে: তোমরা ঠকিই করছে, ভাগ করে ফলে, তোমাদেরে সাথে আমাকেও এক ভাগ দণ্ডি। এই বলে তিনি হিসে

দলিলে।"[সহিহ বুখারী (২১৫৬) ও সহিহ মুসলিম (২২০১)]

- আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যখন অসুখ হত তখন তিনি 'মুআওয়যাতিত' পড়ে নজিকে নজি ফুক দতিনে। যখন তাঁর ব্যথা তীব্র হত তখন আমি 'মুআওয়যাতিত' পড়ে তাকে ফুক দতাম এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাত দিয়ে মচেন করতাম; তাঁর হাতের বরকতেরে প্রত্যাশায়।"[সহিহ বুখারী (৪১৭৫) ও সহিহ মুসলিম (২১৯২)]

হাদসি উকত النفث (ফুক) মানে থুথু ছাড়া কচেমলভাবে ফুক দেওয়া। কারচো কারচো মতচে, হালকা থুথুসহ ফুক দেওয়া।[এটী সহিহ মুসলিমেরে (হাদসি নং ২১৯২) ব্যাখ্যায় ইমাম নববীর বকতব্য]

হাদসি উদধৃত ঝাড়ফুক করার দচোয়গলচোর মধ্যচে রয়ছে:

- উসমান বনি আবলি আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, ইসলাম গ্রহণেরে পর থেকে তার শরীরচে একচা ব্যথা করে মরমচে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে কাছচে অভযিচোগ করনে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: আপনার শরীরচে যচে স্থানচে ব্যথা হছছে সখোনচে আপনার হাত রখে তনিবার الله بيسم (বসিমলিলাহ) বলুন এবং সাতবার বলুন: **أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ** (আমি যচে অনষ্টিচ পাছছি ও যচে অনষ্টিচেরে আশংকা করছি তা থেকে আল্লাহর ইজ্জত ও কুদরতেরে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।) তরিমযিচিচি আরকেটু বাড়ত কথা আছে: "তনি বলনে: আমি তা করলাম। ফলে আল্লাহ আমার সচে ব্যথা দূর করে দনে। এখনও আমি আমার পরিবারকচে ও অন্যদরেকচে এভাবে করার আদশে দছি।"[আলবানী 'সহিহুত তরিমযিচি' গ্রন্থচে (১৬৯৬) হাদসিটকিচি সহিহ বলছেন]
- ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসান ও হুসাইনকচে ঝাড়ফুক করতনে এবং বলতনে: নশিচয় তচোমাদরে পতি (অরথাৎ ইব্রাহিম আঃ) এই দচোয় দযিচে ইসমাইল ও ইসহাকবকচে ঝাড়ফুক করতনে: **أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ** (অরথ- আমি আল্লাহর পরিপূরণ বাণীসমূহ দযিচে প্রতযকে শয়তান, বযিধর প্রাণী ও প্রতযকে অনষ্টিচকর চক্ষু (বদনযর) থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।)[সহিহ বুখারী (৩১৯১)]

আল্লাহই সববজ্ঞে।